দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ : 15 OCT 2012
পৃষ্ঠা : ৩ কলাম : ২

ইবাইস ও প্রাইম ইউনিভার্সিটি

মালিকানা দ্বন্দ্বে বিপাকে শিক্ষার্থীরা

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

মালিকানা দ্বন্দ্বে দেশের দুই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় চরম সংকটে রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে এই দুই বিশ্ববিদ্যালয়ে মালিকানা দ্বন্দ্ব থাকলেও তা নিরসনে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে কার্যকর কোন উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে না। শুধু চিঠি আদান-প্রদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে দ্বন্দ্ব নিরসন কার্যক্রম। অন্যদিকে মালিকানা দ্বন্দ্ব থাকার কারণে বিপাকে পড়েছে সাধারণ শিক্ষার্থীরা।

ইউজিসির নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কর্মকর্তা জানান, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বন্দ্ব নিরসনে সরকারের পক্ষ থেকে যে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে তা মূলত লোক দেখানো। নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির সাথে জড়িত ইউজিসির এমন কিছু কর্মকর্তা এ দ্বন্দ্ব জিইয়ে রাখছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিক দাবিদার এমন দুই পক্ষকে সহযোগিতা করছেন। এ কারণে এ দ্বন্দ্ব মিটছে না। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, ইউজিসি আন্তরিকভাবে চাইলেই মালিকানা সংকট নিরসন সম্ভব। ইউজিসি সংকট নিরসন চাইছে কিনা এটাই এখন প্রশ্ন।

১ ইবাইস ইউনিভার্সিটি

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ইবাইস-এর মালিকানা দ্বন্দ্বের কারণে বিপাকে পড়েছে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। শিক্ষার্থীরা জানিয়েছেন, গত এক বছরে বৈধ ভিসি না থাকায় কোনো শিক্ষার্থীর সার্টিফিকেট ইস্যু হয়নি। এই অবস্থা চলতে থাকলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন হবে না। শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেছেন, মালিকানা দ্বন্দ্বের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঠিকভাবে ক্লাস হচ্ছে না। এ কারণে ভালো ও যোগ্যতাসম্পন্ন কোন শিক্ষকও থাকতে চাইছেন না। বর্তমানে ভিসি, প্রো-ভিসি ও ট্রেজারার ছাড়াই বিশ্ববিদ্যালয়টি চলছে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ইবাইস ইউনিভার্সিটির উদ্যোক্তা ড. আকারিয়া লিংকন। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৯২ এবং সংশোধনী ১৯৯৮ অনুযায়ী একজন উদ্যোক্তা হিসেবে তিনি এ ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা করেন। বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্য তখন গঠিত গভর্নিং বডিতে তিনি বিভিন্ন সময় তার নিকট-আত্মীয়, বন্ধু ও পরিচিতজনদের স্থান দেন। তারাই এক সময় মালিকানা দাবি করে। তাদের সাথেই তৈরি হয় দ্বন্দ্ব। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠদানে বিঘ্ন ঘটে। মালিকানা দ্বন্দ্ব নিরসন করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে নির্দেশ দেয়া হলেও তা আমলে নেয়া হয়নি। ফলে সংকট থেকেই যাচ্ছে।

আকারিয়া লিংকন গত ৯ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রপতি বরাবর ইউনিভার্সিটির অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে একটি পত্র প্রেরণ করেন। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০ এর বাধ্যবাধকতার কারণে চলতি বছরের ১২ এপ্রিল জয়েন্ট স্টক কোম্পানিতে ইবাইস ইউনিভার্সিটি ফাউন্ডেশন এবং ২০১১ সালের ৭ আগস্ট তেজগাঁও সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে ইবাইস ইউনিভার্সিটি ট্রাস্ট ডিড রেজিস্ট্রেশন করার বিষয়টি তিনি উল্লেখ করেন। তিনি অভিযোগ করেন, বর্তমানে যারা বিশ্ববিদ্যালয়টি নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন এক পর্যায়ে তারা অর্থের বিনিময়ে তেজগাঁও সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে একই নামে একটি ট্রাস্ট ডিড রেজিস্ট্রেশন করে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়টির সংকট নিরসনে রাষ্ট্রপতির হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

প্রাইম ইউনিভার্সিটি

প্রাইম বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকানা দ্বন্দ্ব এখন চরমে। এ কারণে প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষার্থীরা এখনও বিভ্রান্তিতে রয়েছে। একই বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃথক মালিকানায়, পৃথক ঠিকানায় প্রচার করা হচ্ছে, পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেয়া হচ্ছে। এ কারণে বিভ্রান্তিতে পড়ছে সাধারণ শিক্ষার্থীরা।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, মালিকানা ধরে রাখতে উভয়পক্ষই শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে যোগাযোগ রাখছেন। আর গোপনে ইউজিসির একশ্রেণীর কর্মকর্তা উভয়পক্ষকেই সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে। ইউজিসি বলছে, মামলা চলমান থাকায় কোন সিদ্ধান্তে যেতে পারছে না তারা। একটি তদন্ত কমিশন গঠন করে প্রকৃত মালিক খুঁজে বের করার দাবি জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।

মিরপুর ১ নং সেকশনের মূল ক্যাম্পাস দাবি করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা এই ক্যাম্পাস থেকেই। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এই ক্যাম্পাসকেই স্বীকৃতি দিয়েছে। অথচ উত্তরায় এই ক্যাম্পাসে শাখা পরিচালনাকারী এক ব্যক্তি নিজেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকানা দাবি করে বিভিন্ন পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিচ্ছে। ফলে শিক্ষার্থীরা বিভ্রান্তিতে পড়ছে। অন্যদিকে উত্তরায় মূল ক্যাম্পাস দাবি করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, প্রাইম ইউনিভার্সিটির বোর্ড অব ট্রাস্টিজের মূল ক্যাম্পাস মিরপুর থেকে উত্তরায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে। মিরপুরে আমাদের কোন ক্যাম্পাস নেই। আমরা স্বাভাবিকভাবেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছি।